গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের জানুয়ারি/২০২৩ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
সভার তারিখ	৩১-০১-২০২৩
সভার সময়	বেলা-২.০০ ঘটিকা
স্থান	অনলাইন জুম প্ল্যাটফর্ম
উপস্থিতি	রেকর্ডেড

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে জানুয়ারি/২০২৩ মাসের সমন্বয় সভা শুরু করেন। তিনি নবযোগদানকৃত বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) এর চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) জনাব জনেন্দ্র নাথ সরকার ও বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন মোল্লা-কে শুভেচ্ছা জানান। অতঃপর, সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) পাওয়ার পয়েন্টে পর্যায়ক্রমে সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

২। সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সর্বসম্মতিতে গত ২০-১২-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিসেম্বর/২০২২ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়/নিশ্চিত করা হয়।

৩। গত ২০-১২-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়ে নিম্নরূপ আলোচনা, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	আলোচনা/পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	এ বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ অনিষ্পন্ন বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। এ বিভাগের যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, পেট্রোবাংলা ও বিপিসি হতে অডিট ও মামলা সংক্রান্ত অনিষ্পন্ন বিষয়ের তালিকা পাওয়া গেছে। অন্যান্য দপ্তর ও কোম্পানীসমূহের কোন বিষয়াদি এ বিভাগে অনিষ্পন্ন নেই মর্মে তথ্য পাওয়া গেছে। সভাপতি প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ সুনির্দিষ্টভাবে এ বিভাগে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় জানানো হয় যে, বিদ্যুৎ বিভাগ, এনবিআর ও বিসিআইসি এর সাথে এ বিভাগের সংস্থা/কোম্পানির অমীমাংসিত বিষয়গুলো নিয়ে ইতোমধ্যে একটি সভা করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্টদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা বলেন যে, পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানীসমূহের নিকট এনবিআর এর পাওনার বিষয়টি বর্তমানে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে গেছে। এনবিআর এর কাছে পনেরশ কোটি টাকা জমা দিলেও তা সমন্বয় করা হচ্ছে না অথবা ফেরতও দেয়া হচ্ছে না। তাই এ বিষয়টি খুবই গুরুত্ব সহকারে নিতে হবে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে এনবিআর এর সাথে যে বিষয়গুলো অমীমাংসিত/ চলমান রয়েছে সেগুলোর সমন্বয়ে একটি কার্যপত্র প্রস্তুতপূর্বক জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক এনবিআর এর সাথে দ্রুত একটি সভা আহ্বান করে বিষয়টি নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। সভায় পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানীসমূহের ডিমান্ড চার্জ আদায়ের লক্ষ্যে সরকারি/বেসরকারি সকল পর্যায়ের গ্রাহকদের নির্দিষ্ট সময় দিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারির বিষয়ে আলোচনা হয়। পিডিবি ব্যতীত অন্য সকল গ্রাহক ডিমান্ড চার্জের টাকা পরিশোধ করছেন কিন্তু পিডিবি'র পক্ষ থেকে কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না মর্মে ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানীসমূহের ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ সভাকে অবহিত করেন। এ প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা বলেন যে, ডিমান্ড চার্জের বিষয়ে ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী হতে প্রস্তাব প্রাপ্তির পর একটি সমন্বিত প্রস্তাব জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি সভা আহ্বান করে এ বিষয়ে কার্যকরি উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।	(ক) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির অনিষ্পন্ন কার্যক্রমের তথ্য (কোথায় অনিষ্পন্ন রয়েছে) সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (খ) বিদ্যুৎ বিভাগ, এনবিআর ও বিসিআইসি এর সাথে এ বিভাগের সংস্থা/কোম্পানির অমীমাংসিত বিষয়গুলো নিষ্পত্তির সর্বশেষ অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) এনবিআর এর সাথে যে বিষয়গুলো অমীমাংসিত/চলমান রয়েছে সেগুলোর সমন্বয়ে দ্রুত একটি কার্যপত্র তৈরিপূর্বক এনবিআর এর সাথে পৃথক একটি সভা আহ্বান করতে হবে। বিষয়টি অপারেশন অনুবিভাগ তদারকি করবে। (ঘ) পেট্রোবাংলার আওতাধীন ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানীসমূহের ডিমান্ড চার্জ আদায়ের লক্ষ্যে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি সভা আহ্বানের নিমিত্ত পেট্রোবাংলা হতে দ্রুত একটি সমন্বিত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। বিষয়টি অপারেশন অনুবিভাগ তদারকি করবে।	সকল অনুবিভাগ/ সকল শাখা/অধিশাখা ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

৩.২	(ক) যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, এলএনজি আমদানি খাতে ভর্তুকি নীতিমালার বিষয়ে অর্থ বিভাগ হতে ২৬-১০-২০২২ তারিখে তথ্য চাওয়া হয়। সে প্রেক্ষিতে এ বিভাগ হতে গত ১০-১১-২০২২ তারিখে চাহিত জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ বিভাগের সাথে এ বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। বিষয়টি যেহেতু এপিএ'তে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সেহেতু এ বিষয়টি সচিব মহোদয়কে ইতোমধ্যে অবহিত করা হয়েছে। সচিব মহোদয়ের সাথে আলোচনাপূর্বক অর্থ বিভাগকে পুনরায় এ বিষয়ে একটি পত্র দেয়া যেতে পারে। (খ) সভায় বিপিসি, পেট্রোবাংলা ও কোম্পানীসমূহের Asset re-valuation কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কোন কোম্পানী কনসালটেন্ট নিয়োগের জন্য EoI আহ্বান করেছে, কেউ RFP আহ্বান প্রস্তুত ও আহ্বান করা হবে মর্মে উল্লেখ করেছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিজিডিসিএল জানান যে, গত ০৮-১২-২০২২ তারিখে বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এর Asset re-valuation কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিজিডিসিএল ও সংশ্লিষ্ট সকলকে সভায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। সম্পাদিত Asset re-valuation কার্যক্রমের বিষয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন আয়োজনের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিজিডিসিএল-কে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সভায় বিপিসি'র আওতাধীন কোম্পানীসূহের Asset re-valuation কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনায় সন্তোষজনক পাওয়া যায়নি। আগামী সমন্বয় সভায় বিপিসি'র আওতাধীন কোম্পানীসমূহের Asset re-valuation কার্যক্রমের অগ্রগতি সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) এলএনজি খাতে ভর্তুকি নীতিমালার বিষয়টি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সাথে সম্পর্কিত উল্লেখপূর্বক অর্থ বিভাগের মতামতের জন্য পুনরায় একটি পত্র দিতে হবে। (খ) কত তারিখের মধ্যে Asset re-valuation এর কোন্ কাজটি সম্পাদন করা হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক সকল কোম্পানীর Asset re-valuation কার্যক্রমের অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এর Asset re-valuation কার্যক্রম সম্পন্নের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিজিডিসিএল ও সংশ্লিষ্ট সকলকে সভায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। বিজিডিসিএল এর সম্পাদিত Asset re-valuation কার্যক্রমের বিষয়ে দ্রুত একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন আয়োজন করতে হবে।	সকল অনুবিভাগ/ উন্নয়ন-২/ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি
৩.৩	সভায় জানানো হয় যে, মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক গঠিত কারিগরি কমিটিতে বিস্ফোরক জাতীয় দ্রব্যের সকল কার্যক্রম এক প্রতিষ্ঠানের আওতায় আনার নিমিত্ত ওয়ান স্টপ সার্ভিসের রূপরেখা প্রণয়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিসভা কমিটির ২য় সভা কমিটির সভাপতি মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে গত ২২-০৫-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার নির্দেশনা মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। বিস্ফোরক পরিদপ্তরের প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক জানান যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত query'র জবাব পর্যালোচনার জন্য সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ১৯-০৯-২০২২ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিস্ফোরক পরিদপ্তরের কাজের পরিধি অনুযায়ী জোনভিত্তিক অর্গানোগ্রাম প্রস্তুতের জন্য নির্দেশনা পাওয়া যায়। সে প্রেক্ষিতে জোনভিত্তিক ১৫৯ জনবল বিশিষ্ট একটি অর্গানোগ্রামের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তাবটি ইতোমধ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে দাখিল করা হয়েছে। সভাপতি বিস্ফোরক পরিদপ্তর এর প্রস্তাবটি যাচাই-বাছাইপূর্বক দ্রুত উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	মন্ত্রিসভা কমিটির গত ২২-০৫-২০২২ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিস্ফোরক পরিদপ্তরের অর্গানোগ্রামের উপর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের query'র জবাব পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভার পর্যবেক্ষণের আলোকে বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক দাখিলকৃত প্রস্তাবটি যাচাই-বাছাইপূর্বক দ্রুত উপস্থাপন করতে হবে।	প্রশাসন-৩ অধিশাখা ও বিস্ফোরক পরিদপ্তর
৩.৪	সভায় জানানো হয় যে, ড্যাশবোর্ডসহ এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীর চলমান অটোমেশন কার্যক্রম সমন্বয় করে আগামী ০৭-০২-২০২৩ তারিখে হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক একটি প্রেজেন্টেশন আয়োজনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সভাপতি প্রেজেন্টেশন পরবর্তী পর্যবেক্ষণসমূহ আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	ড্যাশবোর্ডসহ এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানীর চলমান অটোমেশন কার্যক্রম সমন্বয় করে আগামী ০৭-০২-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য প্রেজেন্টেশন পরবর্তী পর্যবেক্ষণসমূহ আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	পরিকল্পনা/প্রশাসন অনুবিভাগ/ ও হাইড্রোকার্বন ইউনিট/
৩.৫	এ বিভাগের যুগ্মসচিব (অপারেশন-২) জানান যে, গত ২৭-০৬-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি ও মধ্যপাড়া পাথর খনির বিষয়ে প্রস্তুতকৃত প্রেজেন্টেশন ও এ সংক্রান্ত সকল query'র জবাব এবং যে প্রস্তাবসমূহ পাওয়া গেছে সেগুলো সামারাইজ করে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য ডিসেম্বর/২০২২ মাসের সমন্বয় সভায় সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। সে প্রেক্ষিতে, বিসিএমসিএল ও এমজিএমসিএল হতে সংশোধিত দুটি প্রেজেন্টেশন ইতোমধ্যে এ বিভাগে পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত দুটি প্রেজেন্টেশন সচিব মহোদয়কে দেখানোর পর চূড়ান্ত করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন করা হবে। বিষয়টি দীর্ঘদিন যাবত চলমান থাকায় দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	গত ২৭-০৬-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি ও মধ্যপাড়া পাথর খনির বিষয়ে প্রস্তুতকৃত প্রেজেন্টেশন দ্রুত চূড়ান্তপূর্বক সার-সংক্ষেপ আকারে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ পেট্রোবাংলা/ এমজিএমসিএল/ বিসিএমসিএল

৩.৬	এ বিভাগের উপসচিব (প্রশাসন-১) জানান যে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক চট্টগ্রাম জেলায় উদ্বোধনযোগ্য তালিকা চাওয়া হয়। সে প্রেক্ষিতে ইমেইলে চট্টগ্রাম জেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনযোগ্য কার্যক্রমের তালিকা প্রেরণ করা হয়, যা ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। সভাপতি গুরুত্বপূর্ণ পাইপলাইন প্রকল্পসহ গ্যাস কূপ খনন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উদ্বোধনযোগ্য কার্যক্রমের তালিকা পেট্রোবাংলা ও বিপিসি হতে সংগ্রহপূর্বক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	এ বিভাগের আওতাধীন গুরুত্বপূর্ণ পাইপলাইন প্রকল্পসহ গ্যাস কূপ খনন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উদ্বোধনযোগ্য কার্যক্রমের তালিকা পেট্রোবাংলা ও বিপিসি হতে দ্রুত সংগ্রহ করে যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	পরিকল্পনা/প্রশাসন অনুবিভাগ/ প্রশাসন-১/ পেট্রোবাংলা/ বিপিসি
৩.৭	(ক) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিওসিএল জানান যে, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি: এর নিকট ফেব্রুয়ারী ২০১১ হতে অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত বকেয়া পাওনা সুদসহ ২১০৮.২০ কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্যে সর্বশেষ গত ২৮/১১/২০২২ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পযটন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। গত ১৪/১২/২০২২ তারিখে পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড হতে বকেয়া পাওনা আদায়ের বিষয়ে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি:-কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সর্বশেষ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে, যা বর্তমানে পেন্ডিং রয়েছে। বর্তমানে বিমানের নিকট নগদ টাকায় তেল সরবরাহ করা হচ্ছে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। (খ) সভায় জানানো হয় যে, আমদানি নির্ভর বার্ষিক ১ (এক) লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতার এলপিজি স্টোরেজ ও বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার বোয়ালিয়া মৌজায় প্রস্তাবিত ১২.৮৮ একর জমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণের জন্য গত ২৫/১০/২০২২ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়। অর্থ বিভাগের সাম্প্রতিক পরিপত্রে জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়েছে। প্রস্তাবটি উপস্থাপন করা হলে বিদ্যমান লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্য হতে যথাযথ প্রক্রিয়া নির্ধারণপূর্বক কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চারের মাধ্যমে এ প্রকল্প গ্রহণের জন্য গত ১৯-০১-২০২৩ তারিখে বিপিসিকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	(ক) বাংলাদেশ বিমান কর্তৃক পুঞ্জিভুত দেনা ও অতিরিক্ত বিল সংক্রান্ত প্রেরিত পত্রের বিষয়ে এ বিভাগের প্রেরিত জবাবের অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ) এলপিজি স্টোরেজ ও বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপনের লক্ষ্যে এ বিভাগের প্রশাসন-৩ অধিশাখার ১৯/০১/২০২৩ তারিখের পত্রের আলোকে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি বিপিসি আগামী সভায় উপস্থাপন করবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ অপা-১ অধিশাখা ও বিপিসি/ পিওসিএল/এলপি গ্যাস লিঃ
৩.৮	এ বিভাগের উপসচিব (বাজেট) সভায় ডিসেম্বর/২২ মাসের দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভার তথ্যাদি এবং ডিসেম্বর/২২ মাসের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির তথ্য উপস্থাপন করেন। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিবেদনাধীন মাসে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা ৯৫টি। তিনি আরো জানান যে, ডিসেম্বর/২০২২ মাসে অডিট অফিস শিফটের কারণে অডিট অফিসের প্রতিনিধি না পাওয়ায় প্রতিবেদনাধীন মাসে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আশানুরূপ হয়নি। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা বলেন যে, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন সকল অফিসের অডিট সিস্টেমকে ডিজিটালাইজড করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেন যে, অডিট সিস্টেম ডিজিটাইজড সফটওয়্যার তৈরির মাধ্যমে শিল্প মন্ত্রণালয় এ বছর আইসিটি পুরস্কার লাভ করেছে। এই সফটওয়্যারটি বর্তমানে পৃথকভাবে করার সুযোগ নেই। সিএন্ডএজি অফিস ইতোমধ্যে সফটওয়্যারটি চালু করেছে। দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীকে দ্রুত সিএন্ডএজি'র সফটওয়্যারের সাথে লিংকআপ/এলাইন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এর মাধ্যমে অনলাইনেই সকল অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হবে এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে। এ প্রসঙ্গে এ বিভাগের উপসচিব (বাজেট) জানান যে, সফটওয়্যারের বিষয়ে সিএন্ডএজি অফিস হতে ট্রেনিংয়ের আয়োজন করা হচ্ছে। এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানী পর্যায়ক্রমে এ ট্রেনিংয়ের আয়োজন করছে। সভাপতি দ্রুত এ ট্রেনিং সম্পাদনের নির্দেশনা প্রদান করেন এবং এ বিভাগের বাজেট শাখা হতে বিষয়টি সমন্বয়পূর্বক দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানির অডিটের যাবতীয় তথ্যের সফটকপি নির্ধারিত ডেডলাইন অনুযায়ী প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং প্রতিমাসে কয়টি দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা করা হচ্ছে ও কয়টি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে তার তথ্য সুনির্দিষ্ট ছকে প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে প্রেরণ করতে হবে। (খ) সিএন্ডএজি'র অডিট সফটওয়্যারের বিষয়ে এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানী কর্তৃক দ্রুত প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করতে হবে এবং এ বিভাগের বাজেট শাখা হতে সমন্বয়পূর্বক দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানির অডিটের যাবতীয় তথ্যের সফটকপি নির্ধারিত ডেডলাইন অনুযায়ী প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ বাজেট অধিশাখা ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

৩.৯	(ক) সভায় মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারে সর্বশেষ তথ্য ইনপুটের অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়। ইনপুটকৃত তথ্যে দেখা যায় যে, বিপিসি'র ৩৪টি মামলার মধ্যে মাত্র ১টি মামলার তথ্য সফটওয়্যারে ইনপুট প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং আগামী ১ দিনের মধ্যে সকল মামলার তথ্যাদি সফটওয়্যারে ইনপুট প্রদান করা হবে মর্মে সচিব, বিপিসি সভাকে অবহিত করেন। পেট্রোবাংলা ও কোম্পানীসমূহ কর্তৃক ইনপুটকৃত মামলার তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, টিজিটিডিসিএল এর ১০টি, বাখরাবাদ গ্যাসের ১৬৩টি, কেজিডিসিএল এর ৫টি মামলার তথ্য সফটওয়্যারে ইনপুট প্রদান করা হয়নি। বাখরাবাদ গ্যাসের মামলার তথ্যাদি সঠিক রয়েছে কিনা সে বিষয়ে চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা পরবর্তীতে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সাথে আলোচনা করবেন মর্মে সভাকে অবহিত করেন। যে সকল মামলার তথ্যাদি অদ্যাবধি সফটওয়্যারে ইনপুট দেয়া হয়নি সেগুলো আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ইনপুট দেয়ার জন্য দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীকে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। (খ) সভায় জানানো হয় যে, দেশে ভেজাল জ্বালানি তেলের বিস্তার, অবৈধ ক্রয়-বিক্রয় বন্ধে ও সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকল্পে পেট্রোল পাম্প, প্যাকড় পয়েন্ট ডিলার ও এজেন্সী পয়েন্টে জেলা প্রশাসন, বিএসটিআই এর প্রতিনিধি ও বিপণন কোম্পানীসমূহের আঞ্চলিক কার্যালয় হতে মনোনীত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। বিপণন কোম্পানীসমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে, ডিসেম্বর, ২০২২ মাসে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় বিপণন কোম্পানিসমূহ দেশব্যাপী মোট ১৫টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছে। তন্মধ্যে পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিঃ ৫টি, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ ৭টি এবং যমুনা অয়েল কোম্পানী ৩টি। ওজনে কম দেওয়া এবং অন্যান্য ত্রুটিজনিত কারণে পিওসিএল এর ৩টি, এমপিএল এর ২টি এবং জেওসিএল এর ৩টিসহ সর্বমোট ৮টি ফিলিং স্টেশনকে অর্থদন্ড দেয়া হয়েছে। এছাড়া ৭টি ফিলিং স্টেশনের কার্যক্রম সন্তোষজনক পাওয়া গিয়েছে। সভায় জানানো হয় যে, অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও পাইপলাইন বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে একজন স্থায়ী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।। (গ) সভায় দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির ই-দরপত্রের তথ্য পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দপ্তর/সংস্থা কোম্পানীর ই-দরপত্রের সংখ্যা সন্তোষজনক পাওয়ায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। যে সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানী ই-দরপত্রে পিছিয়ে রয়েছে তাদেরকে ই-দরপত্র বাড়ানোর জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারে দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীর মামলার তথ্যাদি ইনপুটের কার্যক্রম আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। (খ) দেশে ভেজাল তেল বিক্রয় বন্ধ ও তেল সরবরাহে সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট ও অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও পাইপলাইন বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে একজন স্থায়ী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (ঘ) যে সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানী ই-দরপত্রে পিছিয়ে রয়েছে তাদেরকে ই-দরপত্রের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্যাদি নির্দিষ্ট ছকে প্রেরণ করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ অপারেশন অনুবিভাগ/ প্রশা-৩ শাখা/ অপা-১ শাখা/অপা-৪ শাখা/আইসিটি শাখা ও দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানি
৩.১০	এ বিভাগের যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) বলেন যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অগ্রগতি প্রতিমাসে পৃথক সভার মাধ্যমে পর্যালোচনা করা হয়। তিনি ২০২২-২৩ অর্থবছরের এপিএ'তে এ পর্যন্ত অর্জন না থাকা ও চ্যালেঞ্জিং সূচকসমূহ উপস্থাপন করেন। বিপণনকৃত কঠিন শিলা সূচকের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এমজিএমসিএল জানান। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা বলেন যে, স্থানীয় পাথর স্থানীয় কাস্টমারের নিকট বিক্রির মূল্য ডলারে নির্ধারিত থাকায় বিক্রির পরিমাণ কম হচ্ছে। এ বিষয়টি সংশোধনের জন্য একটি নীতিমালা জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। যা দ্রুত অনুমোদিত হলে এ সূচকটির লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হবে। সভাপতি এপিএ যথাযথভাবে বাস্তবায়নে সকলকে তৎপর এবং সচেষ্ট থাকার নির্দেশনা প্রদান করেন এবং চ্যালেঞ্জিং সূচকসমূহের বিষয়ে বিশেষ নজর দেয়ার জন্য গুরুত্বারোপ করেন।	(ক) ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়নে সকলকে তৎপর হতে হবে এবং চ্যালেঞ্জিং সূচকসমূহ বাস্তবায়নে বিশেষ নজর দিতে হবে। (খ) এমজিএমসিএল এর কঠিন শিলা স্থানীয় মুদ্রায় বিক্রির লক্ষ্যে পেট্রোবাংলা হতে প্রাপ্ত নীতিমালাটি দ্রুত অনুমোদনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	সকল অনুবিভাগ/ অপারেশন-৩ শাখা/ এপিএ টিম/ প্রশাসন-২ অধিশাখা ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি
৩.১১	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন:** এ বিভাগের যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সর্বশেষ প্রেরিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ কয়লা নীতি ২০০৮ এর খসড়া পুনর্গঠনের বিষয়ে মন্ত্রিসভার একটি সিদ্ধান্ত রয়েছে। কিন্তু উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা অনুযায়ী এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে মর্মে দেখা যায়। যেহেতু বর্তমানে কয়লা ব্যবহারের বিষয়টি ব্যাপকভাবে বিশ্বব্যাপী আলোচিত হচ্ছে সেহেতু বর্তমানে উক্ত নীতি পুনর্গঠনের বিষয়টি নতুন করে ভাবা যেতে পারে মর্মে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মতামত ব্যক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা বলেন যে, এ বিষয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে একটি সভা আহ্বান করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। সভাপতি এ বিষয়টি যাচাই-বাছাইপূর্বক একটি সভা আহ্বানের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	বাংলাদেশ কয়লা নীতি ২০০৮ এর খসড়া পুনর্গঠনের বিষয়টি আলোচনা ও যাচাই-বাছাইপূর্বক একটি সভা আহ্বানের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ অপারেশন-৩ শাখা ও পেট্রোবাংলা

৩.১২	সভায় অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) ডিসেম্বর/২০২২ মাসের অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রমের তথ্য উপস্থাপন করেন। তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ৬টি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ডিসেম্বর/২২ মাসে মোট ১৭৬১টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে এবং বিচ্ছিন্নকৃত সংযোগের সংখ্যা ১২,৮৫২টি, বিচ্ছিন্নকৃত বার্ণারের সংখ্যা ৩১,৮৭২টি, অপসারণকৃত পাইপলাইনের দৈঘ্য ২৬.১৫১৫ কি.মি. ও অবৈধ সংযোগের বিপরীতে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ২৫টি। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, এ বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনায় পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড ও সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এর শতভাগ অবৈধ সংযোগ মুক্তকরণ সংক্রান্ত সূচক রয়েছে। এ বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিজিসিএল ও এসজিসিএল জানান যে, কোম্পানীর আওতাধীন এলাকায় এ পর্যন্ত কোন অবৈধ সংযোগ নেই। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা বলেন যে, অবৈধ সংযোগের বিপরীতে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। সভাপতি শতভাগ অবৈধ সংযোগের বিষয়ে প্রস্তুতকৃত প্রমাণকে সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় ডিসেম্বর/২২ মাসে বকেয়া গ্যাস বিল আদায়ের তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। বকেয়া আদায় সন্তোষজনকভাবে হচ্ছে মর্মে ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ সভায় মতামত ব্যক্ত করেন। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা বলেন যে, সরকারি প্রতিষ্ঠানের বকেয়া আদায়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। তবে, বেসরকারি ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের বকেয়া আদায়ে কোম্পানীকে ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বকেয়া আদায়ে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যেসকল কর্মকর্তা বকেয়া আদায়ে দক্ষতা দেখাতে পারবে তাদেরকে পুরস্কৃত করতে হবে। সভাপতি বেসরকারি ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের বকেয়া গ্যাস বিল আদায়ে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং নিয়মিত এ সংক্রান্ত তথ্যাদি সুনির্দিষ্ট ছক আকারে সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ) বকেয়া গ্যাস বিল আদায় ত্বরান্বিত করতে হবে ও বকেয়া পরিশোধ না করলে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের কার্যক্রম জোরদার করতে হবে এবং সুনির্দিষ্ট ছক আকারে সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) সরকারি প্রতিষ্ঠানের বকেয়া গ্যাস বিল আদায় ত্বরান্বিত করতে হবে এবং বকেয়া পরিশোধ না করলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। (ঘ) বেসরকারি ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের বকেয়া গ্যাস বিল আদায়ে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ পেট্রোবাংলা/ ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি/

৩.১৩	বিবিধ আলোচনা: (ক) সভায় জানানো হয় যে, তেল বিপণন কোম্পানির আওতাভুক্ত সকল ফিলিং স্টেশনের তালিকা (জিপিএস ম্যাপসহ/জিওগ্রাফিক লোকেশনসহ) সম্বলিত ডাটাবেজ তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ডাটাবেজটি জাতীয় ডাটা সেন্টারের মাধ্যমে http://gisfs.bpc.gov.bd এই লিংকের মাধ্যমে বর্তমানে Live করা হয়েছে। নির্দিষ্ট আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে উক্ত ডাটাবেজটি ব্যবহার করা যাচ্ছে। আরপিজিসিএল এর প্রতিনিধি জানান যে, আরপিজিসিএল এর ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখের পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে পেট্রোবাংলা, আরপিজিসিএল, টিজিটিডিসিএল, বিজিডিসিএল, কেজিডিসিএল, পিজিসিএল ও জেজিটিডিএসএল এর সমন্বয়ে পেট্রোবাংলা হতে ১০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটি কর্তৃক এ সংক্রান্ত তথ্যাদি যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। সভাপতি আগামী সমন্বয় সভায় এ কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট অগ্রগতি উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন। (খ) মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট জানান যে, বুয়েটের সাথে যৌথভাবে গবেষণা করার জন্য একটি খসড়া এমওইউ প্রস্তুতপূর্বক জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। খসড়া এমওইউটি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অনুমোদন নিয়ে বুয়েটে প্রেরণ করা হয়। বুয়েটের সিন্ডিকেট সভায় খসড়া এমইউটি অনুমোদিত হয়েছে। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী'র সময় নিয়ে এমওইউ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান করা হবে। (গ) পরিচালক (অপারেশন), পেট্রোবাংলা সভায় জানান যে, খসড়া গ্যাস বিপণন বিধিমালার বিষয়ে ইতোমধ্যে সচিব মহোদয়ের নিকট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা হয়েছে। খসড়া বিধিমালার বিষয়ে বর্তমানে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহ্বানের কার্যক্রম জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রক্রিয়াধীন আছে। সভাপতি খসড়া গ্যাস বিপণন বিধিমালার বিষয়ে দ্রুত একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহবানের নির্দেশনা প্রদান করেন। (ঘ) যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, উৎপাদিত অফস্পেক পেট্রোলের মূল্য নির্ধারণ ও বিপণনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এনজিএল এর মূল্য কমিয়ে পুনর্নির্ধারণ করার মাধ্যমে কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট চালুর বিষয়ে পেট্রোবাংলা মতামত প্রদান করেছে। এ বিভাগের উপসচিব (অপারেশন-১) জানান যে, এ বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং মূল্য নির্ধারণের একটি কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। আগামী ২/৪ দিনের মধ্যে মূল্য পুনঃনির্ধারণ করা সম্ভব হবে। সভাপতি বিষয়টি অতিদ্রুত নিষ্পত্তিপূর্বক আগামী সমন্বয় সভায় এ কার্যক্রমের বাস্তব অগ্রগতি উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন। (ঙ) যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, গত ডিসেম্বর/২২ পর্যন্ত এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিতে ৮৯৬৫টি শূন্য পদ রয়েছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাপেক্স ও বিজিএফসিএল জানান যে, বাপেক্স ও বিজিএফসিএল এ শূন্য পদে নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি শূন্য পদের তথ্যসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে আগামী সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন। (চ) সভাপতি বলেন যে, এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি হতে কী কী আইন/বিধিমালা/নীতিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং এ বিভাগের যে সকল আইনের ইংরেজি ভার্সন নেই সেগুলো ইংরেজি ভার্সনে প্রণয়নের কার্যক্রম দ্রুত ত্বরান্বিত করতে হবে।	(ক) আরপিজিসিএল এর আওতাভুক্ত সকল ফিলিং স্টেশন ও সিএনজি ফিলিং স্টেশনের তালিকা জিপিএস ম্যাপের মাধ্যমে সম্পন্নের বাস্তব অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির গবেষণা কার্যক্রমের সর্বশেষ তথ্যাদি ও বুয়েটের সাথে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের এমওইউ স্বাক্ষরের অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) খসড়া গ্যাস বিপণন বিধিমালার বিষয়ে দ্রুত একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজন করতে হবে। (ঘ) সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ হতে আরপিজিএল কর্তৃক এনজিএল গ্রহণপূর্বক এলপিজিএল এর কৈলাশটিলা প্ল্যান্টটি উদ্বোধনের লক্ষ্যে অতিদ্রুত মূল্য পুনঃনির্ধারণপূর্বক আগামী সমন্বয় সভায় বাস্তব অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে। (ঙ) এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির শূন্য পদে নিয়োগের অগ্রগতি প্রতি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। গত এক মাসে কতজনকে নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে তার তথ্য উল্লেখ করতে হবে। (চ) এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি হতে কী কী আইন/বিধিমালা/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে তার তালিকা প্রস্তুতের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (ছ) যে সকল আইনের ইংরেজি ভার্সন নেই সেগুলো দ্রুত ইংরেজি ভার্সনে প্রণয়নের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	সকল অনুবিভাগ/ সকল কর্মকর্তা ও পেট্রোবাংলা/ হাইড্রোকার্বন ইউনিট/ বাপেক্স ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

৪. সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার
সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

স্মারক নম্বর: ২৮.০০.০০০০.০২১.৯৯.০০১.২২.৭৯

তারিখ: ২৬ মাঘ ১৪২৯
০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান-এর দপ্তর, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন
২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)
৩) সকল কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
৪) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট
৫) অতিরিক্ত সচিব, অতিরিক্ত সচিবের দপ্তর (Blue Economy সেল), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

৬) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)
৭) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), হাইড্রোকার্বন ইউনিট
৮) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ, প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ এর কার্যালয়, বিস্ফোরক পরিদপ্তর
৯) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
১০) সচিব, সচিব-এর দপ্তর, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
১১) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১২) প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টার একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
১৩) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সকল), বিপিসি ও পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানীসহ
১৫) চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৬) প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

মোহাম্মদ ফারুক হোসেন
যুগ্মসচিব